[২০২১] ৭ এস. সি. আর. ১০২৪

ন্যাশনাল স্পট এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

বনাম

শ্রী অনিল কোহলি, ডুনার ফুডস লিমিটেডের রেজোলিউশন প্রফেশনাল

(২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৬১৮৭)

১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২১

[এম. আর. শাহ এবং অনিরুদ্ধ বোস, বিচারপতিদ্বয়]

দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোড, ২০১৬ - ধারা ৬১(২) - আপিল ও আপিল কর্তৃপক্ষ - কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ঋণদাতাদের কাছ থেকে দাবি আহ্বান করে অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন প্রফেশনাল (আইআরপি) কর্তৃক প্রকাশিত ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায়, আপিলকারী ৬৭৩.৮৫ কোটি টাকার দাবি জমা দিয়েছেন - আইআরপি আপিলকারীর দাবি প্রত্যাখ্যান করে এই কারণে যে আপিলকারী এবং কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার মধ্যে চুক্তির কোনও গোপনীয়তা ছিল না এবং আপিলকারীর পক্ষে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার দ্বারা কোনও নিশ্চয়তা পত্র জারি করা হয়নি - আপিলকারী জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল (এনসিএলটি) এর কাছে প্রত্যাখ্যানকে বিরোধ করেছিলেন, যা আইআরপি-এর সিদ্ধান্ত বহাল রাখে - সংক্ষুব্ধ হয়ে, আপিলকারী জাতীয় কোম্পানি আইন আপিল ট্রাইব্যুনাল (এনসিএলএটি)-এর কাছে আপিল করার সিদ্ধান্ত নেন - উক্ত আপিলটি গ্রহণে ৪৪ দিন বিলম্ব হয়েছিল - এনসিএলএটি আপিলটি খারিজ করে দেয় এই যুক্তিতে যে আপিল ট্রাইব্যুনালের ৩০ দিনের পরিবর্তে ১৫ দিনের বেশি বিলম্ব মওকুফ করার কোনও এখতিয়ার নেই এবং আপিল সীমাবদ্ধতার কারণে নিষিদ্ধ - আপিলে, স্থির করেঃ আইবি কোডের ধারা ৬১(২) অনুসারে, আপিল ৩০ দিনের মধ্যে করতে হবে - আপিল ট্রাইব্যুনাল ৩০ দিনের বেশি সময় ধরে আপিল দায়েরের অনুমতি দিতে পারে, যদি তারা নিশ্চিত হয় যে আপিল দায়ের না করার যথেষ্ট কারণ ছিল, তবে এই সময়কাল ১৫ দিনের বেশি হবে না - সুতরাং, এনসিএলএটি-এর কাছে আপিল সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের মধ্যে (৩০ দিন + ১৫ দিন) দাখিল করতে হবে - তবে, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে মোট ৪৫ দিনের চেয়ে ৪৪ দিন বিলম্ব হয়েছিল - এটি একটি প্রতিষ্ঠিত আইনি অবস্থান যে সীমানা আইন একটি নির্দিষ্ট পক্ষকে কঠোরভাবে প্রভাবিত করতে পারে তবে যখন সংবিধানে এটি নির্দেশ করা হয়েছে তখন এটিকে তার সমস্ত কঠোরতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে - ন্যায়সঙ্গত কারণে আদালতের সীমার মেয়াদ বাড়ানোর কোন ক্ষমতা নেই - ১৫ দিনের বেশি বিলম্ব মওকুফ করার কোনও এখতিয়ার এবং/অথবা ক্ষমতা নেই, এই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সীমাবদ্ধতার কারণে আপিল খারিজ করে এনসিএলটি কোনও ভুল করেছে বলে বলা যাবে না।

ন্যাশনাল স্পট এক্সচেঞ্জ লিমিটেড বনাম শ্রী অনিল কোহলি, দুনার ফুডস লিমিটেডের জন্য রেজোলিউশন পেশাদার

১০২৫

আপিল খারিজ করে, আদালত

আদেশঃ শুরুতেই, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আপিলকারী এখানে ৬.৩.২০১৯ তারিখে বিচারক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশকে বিরোধ করেছেন যেখানে আপিলকারীর দাবি প্রত্যাখ্যানের রেজোলিউশন পেশাদারের সিদ্ধান্তকে এনসিএলএটি-এর সামনে নিশ্চিত করা হয়েছে। এনসিএলএটি-এর কাছে আপিলটি আইবি কোডের ধারা ৬১(২) এর অধীনে করা হয়েছিল। আইবি কোডের ধারা ৬১(২) অনুসারে, ত্রিশ দিনের মধ্যে আপিল দায়ের করতে হবে। অতএব, আপিল দায়েরের জন্য নির্ধারিত সীমার সময়কাল ছিল ৩০ দিন। তবে, কোডের ধারা ৬১(২) এর অনুবিধি অনুসারে, আপিল ট্রাইব্যুনাল যদি সন্তুষ্ট হয় যে আপিল দায়ের না করার যথেষ্ট কারণ ছিল, তাহলে ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে আপিল দায়েরের অনুমতি দিতে পারে, তবে এই সময়কাল ১৫ দিনের বেশি হবে না। অতএব, আইবি কোডের ধারা ৬১(২) অনুসারে ৩০ দিনের সময়কাল থেকে ১৫ দিনের বেশি বিলম্বকে মওকুফ করার কোনও এখতিয়ার আপিল ট্রাইব্যুনালের নেই।

২. বর্তমান ক্ষেত্রে, আপিলকারীও ৮.৪.২০১৯ তারিখে, অর্থাৎ ৩৪ দিন বিলম্বের পর, বিচারক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের প্রত্যয়িত অনুলিপির জন্য আবেদন করেছিলেন। অতএব, বিচারক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের প্রত্যয়িত অনুলিপিও নির্ধারিত সীমার পরে, অর্থাৎ ৩০ দিনেরও বেশি সময় ধরে প্রয়োগ করা হয়েছিল। আপিলকারী ১১.০৪.২০১৯ তারিখে আদেশের প্রত্যয়িত অনুলিপি পেয়েছিলেন এবং ২৪.০৬.২০১৯ তারিখে, অর্থাৎ ৪৪ দিন বিলম্বের পর, এনসিএলএটি-এর কাছে আপিল করা হয়েছিল। যেহেতু আপিল ট্রাইব্যুনাল কেবল ১৫ দিন পর্যন্ত বিলম্ব ক্ষমা করতে পারে, তাই আপিল ট্রাইব্যুনাল ৩০ দিন পূর্ণ হওয়ার পর ১৫ দিনের বেশি বিলম্ব ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানায়, অর্থাৎ, বর্তমান মামলায় ৪৪ দিনের বিলম্ব এবং ফলস্বরূপ আপিল খারিজ করে দেয়। অতএব, এটি বলা যায় না যে বিজ্ঞ আপিল ট্রাইব্যুনাল ৪৪ দিনের বিলম্ব ক্ষমা না করে কোনও ত্রুটি করেছেন, যা ১৫ দিনের বেশি বিলম্ব ক্ষমা করা হয়নি, যা আইবি কোডের ধারা ৬১(২) অনুসারে ক্ষমা করা যায় না।

৩. এটা সত্য যে, কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে যেখানে আবেদনকারী/আপীলকারী আইনের অধীনে নির্ধারিত বিধিবদ্ধ সীমার মধ্যে এমনকি আপিল দায়ের করার অবস্থানে নাও থাকতে পারেন এবং এমনকি আপিলের বর্ধিত সর্বোচ্চ সময়কালের

মধ্যেও, যা সত্যতা, যেমন অসুস্থতা, দুর্ঘটনা ইত্যাদির কারণে ক্ষমা করা যেতে পারে। তবে, আইনের অধীনে, সংসদ এই ধরনের পরিস্থিতির কোনও ব্যতিক্রম তৈরি করেনি। অতএব, কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, এটি অসুবিধার কারণ হতে পারে, তবে, যদি না সংসদ আইনের কোনও বিধান দ্বারা কোনও ব্যতিক্রম তৈরি করে, তবে সীমাবদ্ধতার সময়কাল কার্যকর করতে হবে। এই ধরনের ক্ষমতা কেবল সংসদ এবং আইনসভার হাতে। আদালতের কোনও ব্যতিক্রম তৈরি করার কোনও এখতিয়ার এবং/অথবা কর্তৃত্ব নেই। যদি আদালত কোনও ব্যতিক্রম তৈরি করে, তবে এটি আইন প্রণয়নের সমান হবে যা পরিবর্তে আইনে বিধানটি সন্নিবেশ করাতে পারে, যা অনুমোদিত নয়।

৪. এটাও মনে রাখা দরকার যে আপিলকারী মোটামুটিভাবে স্বীকার করেছেন যে আইবি কোডের ধারা ৬১(২) বিবেচনা করে, আপিল ট্রাইব্যুনালের ৩০ দিন, অর্থাৎ বিধিবদ্ধ সীমার সময়কাল পূর্ণ হওয়ার পর ১৫ দিনের বেশি বিলম্ব মওকুফ করার এখতিয়ার বা ক্ষমতা রয়েছে। তবে, মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, ভারতীয় সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগে বিলম্ব মওকুফ করার অনুরোধ এবং প্রার্থনা করেছেন এবং দাখিল করেছেন যে জড়িত পরিমাণটি একটি বিশাল পরিমাণ এবং আপিলকারী একটি পাবলিক সংস্থা। ভারতীয় সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের সময়, আইনগত বিধান বিবেচনা করে যা সরাসরি করা যায় না তা পরোক্ষভাবে করার অনুমতি দেওয়া যাবে না।

ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম পপুলার কনস্ট্রাকশন কম্পানি, (২০০১) ৮ এসসিসি ৪৭০: [২০০১] ৩ সম্পুরক এসসিআর ৬১৯; রোহিতাশ কুমার বনাম ওম প্রকাশ শর্মা, (২০১৩) ১১ এসসিসি ৪৫১: [২০১২] ১৩ এসসিআর ৪৭; রঘুনাথ রাই বারেজা বনাম পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, (২০০৭) ২ এসসিসি ২৩০: [২০০৬] ১০ সম্পূরক এসসিআর ২৮৭; অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম গুজরাট এনার্জি ট্রান্সমিশন কর্পোরেশন লিমিটেড, এআইআর ২০১৭ এসসি ১৩৫২: [২০১৭] ২ এসসিআর ৯২২; টেরি ওট এস্টেটস (পি) লিমিটেড বনাম ইউ.টি. চণ্ডীগড়, (২০০৪) ২ এসসিসি ১৩০: [২০০৩] ৬ সম্পূরক এসসিআর ১২৩৫ – নির্ভরযোগ্য।

চিত্রা শর্মা বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন, (২০১৮) ১৮ এসসিসি ৫৭৫: [২০১৮] ১২ এসসিআর ১০৪৪; জয়প্রকাশ অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড বনাম আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড, (২০২০) ৩ এসসিসি ৩২৮: [২০১৯] ১৪ এসসিআর ৩১২; রিলায়েন্স জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কম্পানি লিমিটেড বনাম মাম্পি

ন্যাশনাল স্পট এক্সচেঞ্জ লিমিটেড বনাম শ্রী অনিল কোহলি, দুনার ফুডস লিমিটেডের জন্য রেজোলিউশন পেশাদার

১০২৭

টিম্বারস অ্যান্ড হার্ডওয়্যারস প্রাইভেট লিমিটেড, (২০২১) ৩ এসসিসি ৬৭৩; নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম হিলি মাল্টিপারপাস কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড, (২০২০) ৫ এসসিসি ৭৫৭; সিএমডি/চেয়ারম্যান, ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড বনাম মিশ্রী লাল, (২০১১) ১৪ এসসিসি ৭৩৯ : [২০১১] ৫ এসসিআর ৩১৭; পোপট বাহিরু গোভারধনে বনাম স্পেশাল ল্যান্ড অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, (২০১৩) ১০ এসসিসি ৭৬৫ : [২০১৩] ৮ এসসিআর ২৪১; দ্য মার্টিন বার্ন লিমিটেড বনাম দ্য কর্পোরেশন অফ কলকাতা, এআইআর ১৯৬৬ এসসি ৫২৯ : [১৯৬৬] এসসিআর ৫৪৩; জে.জে. মার্চেন্ট বনাম শ্রীনাথ চতুর্বেদী, (২০০২) ৬ এসসিসি ৬৩৫ : [২০০২] ১ সম্পূরক এসসিআর ৪৬৯ – উল্লেখিত।

মামলা প্রসঙ্গ

[২০১৮] ১২ এস সি আর ১০৪৪	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৫.৪
[২০১৯] ১৪ এস সি আর ৩১২	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৫.৪
[২০১২] ১৩ এস সি আর ৪৭	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৬.৩
[২০১১] ৫ এস সি আর ৩১৭	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৬.৩
[২০০১] ৩ সম্পূরক এস সি আর ৬১৯	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৬.১
[২০০৬] ১০ সম্পূরক এস সি আর ২৮৭	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৬.৩
[২০১৩] ৮ এস সি আর ২৪১	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৬.৩
[১৯৬৬] এস সি আর ৫৪৩	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৬.৩
[২০১৭] ২ এস সি আর ৯২২	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৬.৫
[২০০২] ১ সম্পূরক এস সি আর ৪৬৯	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৮.১
[২০০৩] ৬ সম্পূরক এস সি আর ১২৩৫	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১১.২

দেওয়ানি আপিলের এখতিয়ার: ২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৬১৮৭।

২০১৯ সালের ৬৮৩ নং ক্ষতিপূরণ আপিল (এটি) (দেউলিয়া) -এ নয়াদিল্লির জাতীয় কোম্পানি আইন আপিল ট্রাইব্যুনালের ৫.০৭.২০১৯ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে।

মনিন্দর সিং, প্রবীণ আইনজীবী, রঞ্জন কুমার পান্ডে, সন্দীপ বিষ্ট, আইনজীবীরা আপিলকারীর পক্ষে।

অভিষেক, এম/এস মিত্তার এবং মিত্তার কম্পানি, পথিক চৌধুরী, আইনজীবীরা উত্তরদাতার পক্ষে।

আদালত কর্তৃক রায় প্রদান করেছেন

এম. আর. শাহ, বিচারপতি।

১. জাতীয় কোম্পানি আইন আপিল ট্রাইব্যুনাল, নয়াদিল্লি (এখন থেকে 'এনসিএলএটি' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) কর্তৃক ২০১৯ সালের কোম্পানি আপিল (এটি) (দেউলিয়া) নং ৬৮৩-এ প্রদত্ত ৫.০৭.২০১৯ তারিখের আপত্তিকর আদেশের প্রতি ক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট বোধ করছি, যার মাধ্যমে এনসিএলএটি ন্যাশনাল কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল (এখন থেকে 'এনসিএলটি' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য ৪৪ দিনের বিলম্বকে মওকুফ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, আপিলকারীর দাবি প্রত্যাখ্যান করে, আপিলকারী - ন্যাশনাল স্পট এক্সচেঞ্জ লিমিটেড বর্তমান আপিলটি করেছে।

২. বর্তমান আপিলের দিকে পরিচালিত তথ্যগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া দেউলিয়া এবং দেউলিয়া অধিনিয়ম, ২০১৬ (এরপরে 'আইবিসি' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ৭ এর অধীনে এনসিএলটি-তে দেউলিয়া মামলা শুরু করেছে, যার কারণ হল কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা আপিলকারী - ন্যাশনাল স্পট এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের গুদামে রক্ষিত পণ্যগুলিকে হাইপোথিকেটিং করে ঋণ সীমা গ্রহণ করেছিলেন; এনসিএলটি আবেদনটি গ্রহণ করেছে এবং আইবিসি-র বিধান অনুসারে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে কর্পোরেট দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া শুরু করেছে। অন্তর্বর্তীকালীন রেজোলিউশন পেশাদার (সংক্ষেপে, 'আইআরপি') নিযুক্ত করা হয়েছিল। আইআরপি কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা - ডুনার ফুডস লিমিটেডের ঋণদাতাদের কাছ থেকে ১৭.০১.২০১৮ তারিখে বা তার আগে দাবি আহ্বান করেছিল যে আপিলকারী এখানে তার দাবি জমা দিয়েছেন এবং আইবিসির ফর্ম 'এফ' অনুসারে কুরিয়ারের মাধ্যমে আইআরপিতে তার দাবিও পাঠিয়েছেন। এই পর্যায়ে এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এখানে আপিলকারী পূর্বে একজন পিডি অ্যাগ্রো প্রসেসরস প্রাইভেট লিমিটেড (এখন থেকে 'পিডি অ্যাগ্রো' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে ২০১৪ সালের বাণিজ্যিক মামলা নং ১১ বোম্বে হাইকোর্টের বিচার বিভাগে অর্থ মামলা দায়ের করেছিলেন। হাইকোর্ট ১১.০৪.২০১৪ তারিখের আদেশে ২০১৪ সালের সিএস নং ৩২৮-এ ২০১৪ সালের মোশন ৮০৭-এর বিজ্ঞপ্তিতে পিডি অ্যাগ্রো এবং কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি/সম্পদ নিষ্পত্তি, বিচ্ছিন্নকরণ, বোঝা, দখল থেকে বিচ্ছিন্নকরণ এবং/অথবা অন্যথায় তৃতীয় পক্ষের অধিকার তৈরি থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করে; ২০১৩ সালের একটি এফআইআর নং ২১৬ পিডি অ্যাগ্রোর বিরুদ্ধেও দায়ের করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে এটি আরও তদন্তের জন্য মুম্বাইয়ের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল; মহারাষ্ট্র আমানতকারীদের সুরক্ষা আইন (এমপিআইডি) আইন, ১৯৯৯-এর বিধানগুলিও প্রয়োগ করা হয়েছিল; আপিলকারীর পক্ষে

মামলাটি হল যে তদন্তকারী সংস্থার দ্বারা দাখিল করা তদন্ত প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে যে পিডি অ্যাগ্রো ২০১১-১২ সালে ৪৫৫ কোটি টাকা এবং ২০১২-১৩ সালে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কাছে ২৮৯ কোটি টাকার তহবিল পাচার করেছে ; যে বোম্বে হাইকোর্ট ২০১৪ সালের ১১ নং বাণিজ্যিক মামলায় পিডি অ্যাগ্রোর বিরুদ্ধে ৬৩৩,৬৬,৯৮,৩৫০.৪০ টাকার ডিক্রি জারি করেছে, যার মধ্যে ৯% সুদ রয়েছে কার্যধারা/খেলাপির তারিখ থেকে। উপরোক্ত বিষয়টি পরবর্তীতে বিবেচনা করা হবে।

২.১ কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা (ডুনার ফুডস লিমিটেড) এর ঋণদাতাদের কাছ থেকে আইআরপি দ্বারা দাবি আহ্বান করে আইআরপি কর্তৃক ৬.১.২০১৮ তারিখে প্রকাশিত ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায়, আপিলকারী ৬৭৩.৮৫ কোটি টাকার দাবি দাখিল করেছেন; আপিলকারীর পক্ষে মামলাটি ছিল যে পিডি অ্যাগ্রোর বিরুদ্ধে ৬৩৩,৬৬,৯৮,৩৫০.৪০ টাকার একটি ডিক্রি পাস করা হয়েছে এবং প্রয়োগ অধিদপ্তরের তদন্তে দেখা গেছে যে পিডি অ্যাগ্রো কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কাছে ৭৪৪ কোটি টাকা পাচার করেছে। ১৮.০৬.২০১৮ তারিখে আইআরপি আপিলকারীর দাবি প্রত্যাখ্যান করে এই কারণে যে আপিলকারী এবং কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার মধ্যে চুক্তির কোনও গোপনীয়তা নেই এবং আপিলকারীর পক্ষে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার দ্বারা জারি করা কোনও চিঠি বা নিশ্চয়তা নেই। আইআরপি কর্তৃক দাবি প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি আপিলকারী ২০১৮ সালের বিবিধ আবেদন নং ৬০৩-এর মাধ্যমে এনসিএলটি-তে বিরোধ করেছিলেন এবং এনসিএলটি ৬.৩.২০১৯ তারিখের আদেশে উক্ত আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করে এবং আপিলকারীর দাবিকে পাওনাদার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত না করার আইআরপি-র সিদ্ধান্ত বহাল রাখে।

৩. ৬.৩.২০১৯ তারিখে এনসিএলটি কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট হয়ে, আপিলকারী এনসিএলএটি-এর কাছে আপিল করার আবেদন করেন। উক্ত আপিলটি দায়ের করতে ৪৪ দিন বিলম্ব হয়েছিল। এনসিএলএটি-এর কাছে আপিল সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের (৩০ দিন + ১৫ দিন) মধ্যে দায়ের করতে হত। তবে, মোট ৪৫ দিনের চেয়ে আরও ৪৪ দিন বিলম্ব হয়েছিল। অতএব, আইবিসি-এর ধারা ৬১-এর উপ-ধারা (২) বিবেচনা করে, যা আপিল ট্রাইব্যুনালকে ৩০ দিনের মধ্যে মাত্র ১৫ দিনের বিলম্ব মওকুফ করার ক্ষমতা প্রদান করে, যদি পর্যাপ্ত কারণ থাকে, তাহলে বিজ্ঞ আপিল ট্রাইব্যুনাল আপিলটি খারিজ করে দিয়েছেন এই কারণে যে আপিল ট্রাইব্যুনালের ১৫ দিনের বেশি বিলম্ব মওকুফ করার কোনও এখতিয়ার নেই এবং এর ফলে আপিলটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ।

৪. আপিলের সীমা নির্ধারণের কারণে আপিল খারিজ করে এবং ১৫ দিনের বেশি বিলম্বকে ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বিজ্ঞ এনসিএলএটি কর্তৃক প্রদত্ত আপত্তিকর আদেশে ক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট বোধ করে, যা আপিল ট্রাইব্যুনাল ক্ষমা করতে পারত,

আপিলকারী - ন্যাশনাল স্পট এক্সচেঞ্জ লিমিটেড বর্তমান আপিলটি গ্রহণ করেছেন।

৫. আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়েছেন বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী মনিন্দর সিং এবং আইআরপির পক্ষে উপস্থিত হয়েছেন বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী অভিষেক।

৫.১ আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী মনিন্দর সিং দাখিল করেছেন যে, যদিও বিজ্ঞ আপিল ট্রাইব্যুনাল সীমার কারণে আপিল খারিজ করার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হতে পারে - এই যুক্তিতে যে আপিল ট্রাইব্যুনালের ১৫ দিনের বেশি বিলম্ব ক্ষমা করার কোনও এখতিয়ার নেই, মামলার বিশেষ তথ্য এবং পরিস্থিতিতে, ভারতীয় সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে।

৫.২ আবেদনকারী অধিদপ্তরের তদন্তে জানা যায় যে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সহযোগী প্রতিষ্ঠান পিডি অ্যাগ্রো কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কাছে ৭৪৪ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। আবেদনে বলা হয়েছে যে, পিডি অ্যাগ্রো এবং কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার একটি সাধারণ ব্যবস্থাপনা/পরিচালক ছিল। আবেদনে বলা হয়েছে যে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা এবং পিডি অ্যাগ্রো উভয়ই সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং একই ব্যবস্থাপনার অধিকারী। ডুনার ফুডস লিমিটেড হল পিডি অ্যাগ্রোর একটি প্রধান সত্তা এবং আপিলকারীর প্ল্যাটফর্মে সম্পাদিত লেনদেন থেকে পিডি অ্যাগ্রো কর্তৃক প্রাপ্ত তহবিলের প্রধান সুবিধাভোগী। দাখিল করা হয়েছে যে, শ্রী রঞ্জীব আগরওয়াল এবং সুশ্রী শীতল গুপ্ত হলেন পিডি অ্যাগ্রোর পরিচালক এবং শেয়ারহোল্ডার। শ্রী রঞ্জীব আগরওয়াল কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সিএফও ছিলেন এবং সুশ্রী শীতল গুপ্ত হলেন শ্রী সুরেন্দ্র গুপ্তের স্ত্রী। দাখিল করা হয়েছে যে, শ্রী সুরেন্দ্র গুপ্ত কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার প্রোমোটার এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক। দাখিল করা হয়েছে যে, শ্রী সুরেন্দ্র গুপ্তও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের সামনে ৫০ ধারা পিএমএলএ-এর অধীনে প্রদত্ত তার বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছেন যে তিনি পিডি অ্যাগ্রোর বিষয়গুলি পরিচালনা করছিলেন এবং পিডি অ্যাগ্রো ডুনার ফুডস লিমিটেডের একজন শেয়ারহোল্ডার, যার ৮.২৫% শেয়ার রয়েছে। দাখিল করা হয়েছে যে, পিডি অ্যাগ্রো এবং কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা - ডুনার ফুডস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালকরা একটি প্রতারণা করেছেন।

৫.৩ এটি দাখিল করা হয়েছে যে পিডি অ্যাগ্রো স্বীকার করেছে যে তাদের দায় স্বীকার করার পরেও তারা ৬৯৩ কোটি টাকা তাদের পাওনা পরিশোধ করেনি ০১.০৮.২০১৩ তারিখের চিঠিতে এবং উক্ত চিঠিতে ২০ সপ্তাহের মধ্যে তাদের বকেয়া পরিশোধের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। তদন্তের সময় জানা যায় যে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা পিডি অ্যাগ্রোকে তার মূলধন হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন এবং অর্থ

আত্মসাৎ করেছিলেন। আরও বলা হয়েছে যে, পিডি অ্যাগ্রোর বিরুদ্ধে বোম্বে হাইকোর্ট কর্তৃক একটি ডিক্রিও জারি করা হয়েছে। তাই, তদন্তের সময় যখন জানা যায় যে পিডি অ্যাগ্রো কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কাছে ৭৪৪ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে, তখন আইআরপি-র উচিত ছিল আপিলকারীর দাবিটি পর্দার আড়াল করেও স্বীকার করা। এটিও বলা হয়েছে যে, এনসিএলটিও উপরোক্ত বিষয়টিকে তার প্রকৃত দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেনি এবং মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে যা করা উচিত ছিল তা কর্পোরেট আড়ালও তুলে ধরেনি।

৫.৪ আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী মনিন্দর সিং আরও দাখিল করছেন যে, মামলার উপরোক্ত অদ্ভুত তথ্য এবং পরিস্থিতিতে, যেখানে ৬৯৩ কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ জড়িত, যা এখানে আপিলকারীর কাছে প্রদেয় এবং প্রদেয়, যাকে একটি পাবলিক সংস্থা বলা যেতে পারে যা একটি ইলেকট্রনিক এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্ম প্রদান করেছিল যা ভারত সরকারের ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পণ্য ক্রয় এবং বিক্রয়ের জন্য একদিনের ফরোয়ার্ড চুক্তি চালু করার জন্য ১৯৫২ সালের ফরোয়ার্ড চুক্তি (নিয়ন্ত্রণ) আইনের ধারা ২৭ এর অধীনে অব্যাহতি দেওয়ার পরে তার কার্যক্রম শুরু করে এবং তাই ভারতের সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে এনসিএলএটি-এর সামনে আপিল দায়েরে বিলম্বকে ক্ষমা করার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে। চিত্রা শর্মা বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন, যা (২০১৮) ১৮ এসসিসি ৫৭৫-এ প্রতিবেদন করা হয়েছে; জয়প্রকাশ অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড বনাম আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড, যা (২০২০) ৩ এসসিসি ৩২৮-এ প্রতিবেদন করা হয়েছে; এবং রিলায়েন্স জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম মাম্পি টিম্বার্স অ্যান্ড হার্ডওয়্যারস প্রাইভেট লিমিটেড, যা (২০২১) ৩ এসসিসি ৬৭৩-এ প্রতিবেদন করা হয়েছে, এই মামলাগুলিতে এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর প্রচুর নির্ভর করা হয়, যা আইবিসি-এর অধীনে নির্ধারিত সময়ের বাইরে বিলম্ব, অর্থাৎ, ভারতের সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে এনসিএলএটি-এর সামনে আপিল দায়েরে ৪৪ দিনের বিলম্বকে ক্ষমা করার জন্য তার প্রার্থনার সমর্থনে করা হয়েছে।

৬. কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার আইআরপি-র পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী অভিষেক বর্তমান আপিলের তীব্র বিরোধিতা করছেন। আবেদনটি উপস্থাপন করা হয়েছে যে, কোডের ৬১(২) ধারায় আপিল ট্রাইব্যুনালকে আপিলের বিলম্ব ক্ষমা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আবেদনটি উপস্থাপন করা হয়েছে যে, পর্যাপ্ত কারণ থাকলে, আপিল ট্রাইব্যুনাল ৩০ দিনের মধ্যে মাত্র ১৫ দিনের বিলম্ব ক্ষমা করতে পারে। আবেদনটি উপস্থাপন করা হয়েছে যে, ১৫ দিনের বেশি, ৩০ দিনের বেশি, আপিল ট্রাইব্যুনালের বিলম্ব ক্ষমা করার কোনও এখতিয়ার নেই। তাই, বিজ্ঞ আপিল ট্রাইব্যুনাল যথাযথভাবে এবং সঠিকভাবে আপিলটি খারিজ করে দিয়েছেন এই কারণে

যে ৩০ দিনের বেশি সময় ধরে অর্থাৎ বর্তমান ক্ষেত্রে ৪৪ দিনের বিলম্বের ক্ষেত্রে ১৫ দিনের বেশি বিলম্ব মওকুফ করার ক্ষমতা তাদের নেই।

৬.১ এটি দাখিল করা হচ্ছে যে, (২০০১) ৮ এসসিসি ৪৭০-এ প্রতিবেদন করা ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম পপুলার কনস্ট্রাকশন কোম্পানি-এর মামলায় এই আদালতের রায় অনুসারে, যেখানে আইনসভা আপিলের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সীমা নির্ধারণ করেছিল এবং সীমা আইনের ধারা ৪, ৫ এবং ১২-এর সাহায্য নেওয়ার পরে ৬০ দিনের সীমার সময়কাল গণনা করতে হয়েছিল, এই ধারাগুলির নির্দিষ্ট অন্তর্ভুক্তির অর্থ হল যে সেই পরিমাণে কেবলমাত্র সীমা আইনের বিধানগুলি বর্ধিত করা হয়েছিল এবং প্রয়োজনীয় অর্থে অন্যান্য বিধানগুলির প্রযোজ্যতা বাদ দেওয়া হয়েছিল।

৬.২ আইআরপি-র পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী আরও দাখিল করছেন যে, একবার আইনে নির্দিষ্ট সময়সীমার সময়সীমা এবং একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত বিলম্বকে ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে এবং আইনে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরেও বিলম্ব ক্ষমা করা যাবে না, তবে তা মেনে চলতে হবে। নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম হিলি মাল্টিপারপাস কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড মামলায় (২০২০) ৫ এসসিসি ৭৫৭-এ রিপোর্ট করা এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উপর প্রচুর নির্ভর করা হচ্ছে।

৬.৩ আইআরপির পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী আরও দাখিল করেছেন যে সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন কার্যকর করতে হবে। দাখিল করা হচ্ছে যে, এই আদালত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বলেছে যে, সংসদের আদেশ কার্যকর না করার জন্য কষ্টকর পরিস্থিতি কোনও ভিত্তি নয় এবং আইন ন্যায়সঙ্গত বিবেচনাকে অগ্রাহ্য করে। এই আদালতের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভর করা হচ্ছে, রোহিতাশ কুমার বনাম ওম প্রকাশ শর্মা, (২০১৩) ১১ এসসিসি ৪৫১ (অনুচ্ছেদ ২৩ থেকে ২৬) এ প্রতিবেদন করা হয়েছে; সিএমডি/চেয়ারম্যান, ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড বনাম মিশ্রী লাল, (২০১১) ১৪ এসসিসি ৭৩৯ (অনুচ্ছেদ ২০); রঘুনাথ রাই বারেজা বনাম পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, (২০০৭) ২ এসসিসি ২৩০ (অনুচ্ছেদ ২৯ থেকে ৩৭); পোপট বাহিরু গোবর্ধনে বনাম স্পেশাল ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অফিসার, (২০১৩) ১০ এসসিসি ৭৬৫ (অনুচ্ছেদ ১৬); এবং দ্য মার্টিন বার্ন লিমিটেড বনাম কলকাতা কর্পোরেশন, যা এআইআর ১৯৬৬ এসসি ৫২৯ (অনুচ্ছেদ ১৪)-এ প্রতিবেদন করা হয়েছে।

৬.৪ উপরোক্ত দাখিলপত্র পেশ করে এবং উপরোক্ত সিদ্ধান্ত এবং আইনের প্রাসঙ্গিক বিধান, অর্থাৎ কোডের ধারা ৬১ এর উপ-ধারা (২) এর উপর নির্ভর করে, এটি দাখিল করা হচ্ছে যে, ৩০ দিনের সময়কালে ১৫ দিনের বেশি বিলম্ব ক্ষমা না করে বিজ্ঞ আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক কোনও ত্রুটি করা হয়নি। এটি দাখিল করা হচ্ছে যে, বিজ্ঞ আপিল ট্রাইব্যুনাল আইনের

বিধান অনুসারে কাজ করেছেন এবং আইনগত বিধানগুলি কঠোরভাবে অনুসরণ করেছেন।

৬.৫ এখন, ভারতের সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে, আইনের অধীনে নির্ধারিত সময়ের বাইরে বিলম্ব মওকুফ করার জন্য আপিলকারীর পক্ষ থেকে আবেদনের বিষয়ে, এটি দাখিল করা হচ্ছে যে, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম গুজরাট এনার্জি ট্রান্সমিশন কর্পোরেশন লিমিটেডের মামলা যা এআইআর ২০১৭ এসসি ১৩৫২ তে প্রতিবেদন করা হয়েছে, এই যেখানে আইন অনুসারে আদালত নির্দিষ্ট দিনের বাইরে বিলম্ব মওকুফ করবে না, অন্য কথায়, কেবল নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত বিলম্ব মওকুফ করতে পারে এবং তার বেশি নয়, এটি আইনের বিধান এবং নীতির পরিধির মধ্যে আসবে এবং তাই এটি ক্ষমার অযোগ্য এবং ভারতের সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের আশ্রয় নিয়েও এটি মওকুফ করা যাবে না। এটি দাখিল করা হচ্ছে যে, আইনের অধীনে সরাসরি যা করা যায় না, তা ভারতের সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে করার অনুমতি দেওয়া যাবে না।

৬.৬ আরও বলা হচ্ছে যে, অন্যথায় এবং অতিরিক্তভাবেও, আপিলকারীকে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা - দুনার ফুডস লিমিটেডের পাওনাদার বলা যাবে না। এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, আপিলকারী কর্তৃক দাখিল করা ১৭.০১.২০১৮ তারিখের ফর্ম 'এফ' এবং সহায়ক নথিপত্র পর্যালোচনা করলে, এটি স্পষ্ট যে ৬৭৩.৮৫ কোটি টাকার দাবি পিডি অ্যাগ্রোর বিরুদ্ধে একটি দাবি। এটি দাখিল করা হচ্ছে যে, আপিলকারী কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে দাবি করেছেন এই ভিত্তিতে যে পিডি অ্যাগ্রো কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা সহ বিভিন্ন সত্তার সাথে যোগসাজশে জালিয়াতি/কেলেঙ্কারী করেছে এবং তাই পিডি অ্যাগ্রো কর্তৃক প্রদেয় বলে অভিযোগ করা ৬৭৩.৮৫ কোটি টাকা কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে পরিশোধ করতে হবে। এটি দাখিল করা হয়েছে যে ২০১৪ সালের বাণিজ্যিক মামলা নং ১১-এ পাস হওয়া ডিক্রিটিও কেবল পিডি অ্যাগ্রোর বিরুদ্ধে পাস হয়েছে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে নয়। এটি দাখিল করা হয়েছে যে অন্যথায় আপিলকারী কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ঋণদাতা নন এবং তাই আইআরপি যথাযথভাবে আপিলকারীর দাবি গ্রহণ করেনি। এটি আরও দাখিল করা হয়েছে যে তারপরেও সমাধান পরিকল্পনাটি এনসিএলটি - বিচারক কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে এবং আপিলকারী ইতিমধ্যেই এনসিএলএটির সামনে কোম্পানি আপিল (এটি) (দেউলিয়া) নং ৪২৪-এ অনুমোদিত সমাধান পরিকল্পনাটিকে আক্রমণ করেছেন।

৬.৭ উপরোক্ত দাখিলগুলি প্রদান করে এবং উপরোক্ত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, বর্তমান আপিলটি খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে।

৭. আমরা সংশ্লিষ্ট পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য বিস্তারিতভাবে শুনেছি।

শুরুতেই, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আপিলকারী এখানে ৬.৩.২০১৯ তারিখে বিচারক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশকে বিরোধ করেছেন যেখানে আপিলকারীর দাবি প্রত্যাখ্যানের রেজোলিউশন পেশাদারের সিদ্ধান্তকে এনসিএলএটি-এর সামনে নিশ্চিত করা হয়েছিল। এনসিএলএটি-এর সামনে আপিলটি আইবি কোডের ধারা ৬১(২) এর অধীনে করা হয়েছিল। আইবি কোডের ধারা ৬১(২) অনুসারে, ত্রিশ দিনের মধ্যে আপিলটি করতে হবে। অতএব, আপিল করার জন্য নির্ধারিত সীমার সময়কাল ছিল ৩০ দিন। তবে, কোডের ধারা ৬১(২) এর শর্ত অনুসারে, আপিল ট্রাইব্যুনাল যদি সন্তুষ্ট হয় যে আপিল দায়ের না করার যথেষ্ট কারণ ছিল, তাহলে ৩০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে আপিল দায়েরের অনুমতি দিতে পারে, তবে এই সময়কাল ১৫ দিনের বেশি হবে না। অতএব, আপিল ট্রাইব্যুনালের আইবি কোডের ধারা ৬১(২) এর অধীনে বিবেচনা করা হয়েছে যে, ৩০ দিনের সময়কাল থেকে ১৫ দিনের বেশি বিলম্বকে মওকুফ করার কোনও এখতিয়ার নেই। আইবি কোডের ধারা ৬১(২) নিম্নরূপ:

"ধারা ৬১(২) – উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রতিটি আপিল ত্রিশ দিনের মধ্যে জাতীয় কোম্পানি আইন আপিল ট্রাইব্যুনালে দাখিল করতে হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় কোম্পানি আইন আপিল ট্রাইব্যুনাল ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে আপিল দায়েরের অনুমতি দিতে পারে যদি তারা সন্তুষ্ট হয় যে আপিল দায়ের না করার যথেষ্ট কারণ ছিল, তবে এই সময়কাল পনের দিনের বেশি হবে না।

৭.১ বর্তমান ক্ষেত্রে, আপিলকারীও ৮.৪.২০১৯ তারিখে, অর্থাৎ ৩৪ দিন বিলম্বের পর, বিচারক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের প্রত্যয়িত অনুলিপির জন্য আবেদন করেছিলেন। অতএব, বিচারক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের প্রত্যয়িত অনুলিপিও নির্ধারিত সীমার পরে, অর্থাৎ ৩০ দিনেরও বেশি সময় ধরে প্রয়োগ করা হয়েছিল। আদেশের প্রত্যয়িত অনুলিপি আপিলকারী ১১.০৪.২০১৯ তারিখে পেয়েছিলেন এবং ২৪.০৬.২০১৯ তারিখে, অর্থাৎ ৪৪ দিন বিলম্বের পর, এনসিএলএটির কাছে আপিল করা হয়েছিল। যেহেতু আপিল ট্রাইব্যুনাল কেবল ১৫ দিন পর্যন্ত বিলম্ব ক্ষমা করতে পারে, তাই আপিল ট্রাইব্যুনাল ৩০ দিন পূর্ণ হওয়ার পর ১৫ দিনের বেশি বিলম্ব ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানায়, অর্থাৎ, বর্তমান মামলায় ৪৪ দিনের বিলম্ব এবং ফলস্বরূপ আপিল খারিজ করে দেয়। অতএব, এটি বলা যায় না যে বিজ্ঞ আপিল ট্রাইব্যুনাল ৪৪ দিনের বিলম্ব ক্ষমা না করে কোনও ত্রুটি করেছেন, যা

১৫ দিনের বেশি বিলম্ব ক্ষমা করা হয়নি, যা আইবি কোডের ধারা ৬১(২) অনুসারে ক্ষমা করা যায় না।

৮. পপুলার কনস্ট্রাকশন কোম্পানি (উপরোক্ত) এর ক্ষেত্রেও এই আদালত একই ধরণের প্রশ্ন বিবেচনা করেছে। ১৯৯৬ সালের সালিশ এবং সমঝোতা আইনের ৩৪ ধারা বিবেচনা করার সময়, যেখানে বলা হয়েছে যে, তিন মাস পরেও রায় বাতিলের আবেদন করা যাবে না এবং আরও বলা হয়েছে যে, আদালত যদি নিশ্চিত হন যে আবেদনকারীকে পর্যাপ্ত কারণে তিন মাসের মধ্যে আবেদন করতে বাধা দেওয়া হয়েছে, তাহলে তারা আরও ত্রিশ দিনের মধ্যে আবেদনটি গ্রহণ করতে পারবে, কিন্তু তার পরে নয়। সীমা আইনের ধারা ২৯ (২) বিবেচনা করার পর এবং "সালিশ এবং সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ একটি বিশেষ আইন" এবং ১৯৯৬ সালের সালিশ এবং সমঝোতা আইনের ৩৪ ধারায় সীমা আইনের অধীনে নির্ধারিত সীমার চেয়ে ভিন্ন একটি সীমার বিধান রয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করার পর, শেষ পর্যন্ত এই আদালত রায় দিয়েছে যে সীমা আইনের ৫ ধারা প্রযোজ্য হবে না কারণ আইনসভা ১৯৯৬ সালের সালিশ এবং সমঝোতা আইনের ৩৪ ধারার অধীনে আপিলের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সীমা নির্ধারণ করেছে। অনুচ্ছেদ ১১ এবং ১২-এ, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং নিম্নরূপে ধরা হয়েছে :

"১১. সুতরাং, যেখানে আইনসভা আপিলের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সীমা নির্ধারণ করেছিল এবং সীমা আইনের ধারা ৪, ৫ এবং ১২ এর সাহায্য নেওয়ার পরে ৬০ দিনের সীমার সময়কাল গণনা করতে হয়েছিল, সেখানে এই ধারাগুলির নির্দিষ্ট অন্তর্ভুক্তির অর্থ ছিল যে সেই পরিমাণে কেবলমাত্র সীমা আইনের বিধানগুলি বর্ধিত করা হয়েছিল এবং প্রয়োজনীয় অর্থে অন্যান্য বিধানগুলির প্রযোজ্যতা বাদ দেওয়া হয়েছিল।

১২. ১৯৯৬ সালের আইনের ৩৪ ধারার ভাষা সম্পর্কে বলতে গেলে, উপ-ধারা (৩) এর অনুবিধিতে "কিন্তু এরপর নয়" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের মতে, এই বাক্যাংশটি সীমা আইনের ধারা ২৯(২) এর অর্থের মধ্যে একটি স্পষ্ট বর্জন হিসাবে গণ্য হবে এবং তাই সেই আইনের ধারা ৫ এর প্রয়োগকে বাধাগ্রস্ত করবে। সংসদের আর বেশিদূর যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। শর্তাবলীর অধীনে বর্ধিত সময়ের পরেও আদালত রায় বাতিল করার আবেদন গ্রহণ করতে পারে, তা "কিন্তু এরপর নয়" বাক্যাংশটিকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দেবে। ব্যাখ্যার কোনও নীতিই এই ধরনের ফলাফলকে ন্যায্যতা দিতে পারে না।"

৮.১ হিলি মাল্টিপারপাস কোল্ড স্টোরেজ

প্রাইভেট লিমিটেড (উপরোক্ত) এর ক্ষেত্রেও এই আদালতের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ একই ধরণের প্রশ্ন বিবেচনা করে। সাংবিধানিক বেঞ্চের সামনে প্রশ্ন ছিল, জেলা ফোরামের কি অভিযোগের জবাব দাখিলের সময় ১৫ দিনের বেশি বাড়ানো, যা গ্রাহক সুরক্ষা আইনের ধারা ১৩(২)(ক) এর অধীনে ৩০ দিনের বেশি, তা বাড়ানোর ক্ষমতা আছে? (২০০২) ৬ এসসিসি ৬৩৫ এ উল্লিখিত জে.জে. মার্চেন্ট বনাম শ্রীনাথ চতুর্বেদী মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করার পর এবং এই বিষয়ে এই আদালতের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বিবেচনা করার পর, সাংবিধানিক বেঞ্চ শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে "জেলা ফোরামের অভিযোগের জবাব দাখিলের সময় ১৫ দিনের বেশি বাড়ানো, যা গ্রাহক সুরক্ষা আইনের ধারা ১৩(২)(ক) এর অধীনে ৩০ দিনের বেশি, তা বাড়ানোর কোনও এখতিয়ার এবং/অথবা ক্ষমতা নেই।

৯. এটা সত্য যে, একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যেখানে আবেদনকারী/আপীলকারী আইনের অধীনে নির্ধারিত বিধিবদ্ধ সীমার মধ্যে এমনকি আপিলের বর্ধিত সর্বোচ্চ সময়কালের মধ্যেও আপিল দায়ের করার অবস্থানে নাও থাকতে পারেন, যা প্রকৃত কারণ, যেমন অসুস্থতা, দুর্ঘটনা ইত্যাদির কারণে ক্ষমা করা যেতে পারে। যাইহোক, আইন অনুসারে, সংসদ এই ধরনের পরিস্থিতির কোনও ব্যতিক্রম করেনি। অতএব, একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, এটি অসুবিধার কারণ হতে পারে, তবে, যদি না সংসদ আইনের কোনও বিধান দ্বারা কোনও ব্যতিক্রম করে, তবে সীমার সময়কাল কার্যকর করতে হবে। এই ধরনের ক্ষমতা শুধুমাত্র সংসদ এবং আইনসভার হাতে। আদালতের কোনও ব্যতিক্রম করার কোনও এখতিয়ার এবং/অথবা কর্তৃত্ব নেই। যদি আদালত কোনও ব্যতিক্রম করে, তবে এটি আইন প্রণয়নের সমান হবে যা পরবর্তীতে আইনে বিধানটি সন্নিবেশ করাতে পারে, যা অনুমোদিত নয়।

১০. রোহিতাশ কুমারের (উপরোক্ত) ক্ষেত্রে, এই আদালত নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ এবং রায় দিয়েছে:-

“২৩. এমন কোনও আইনগত বিধান থাকতে পারে যা সংশ্লিষ্ট পক্ষ বা কোনও ব্যক্তির জন্য বিরাট কষ্ট বা অসুবিধার কারণ হয়, কিন্তু আদালতের তা পূর্ণ কঠোরতার সাথে প্রয়োগ করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই। ব্যাখ্যার এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে, আইনসভা কর্তৃক ব্যবহৃত ভাষার অর্থ পরিবর্তনের জন্য কষ্ট বা অসুবিধাকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না, যদি সংবিধানের সামান্য পাঠে এই অর্থ স্পষ্ট হয়। যদি ভাষাটি স্পষ্ট হয় এবং তাই শুধুমাত্র একটি অর্থের অনুমতি দেয়, তবে একই বিধান কার্যকর করতে হবে, এমনকি যদি তা কষ্ট বা সম্ভাব্য অবিচারের কারণ হয়। (দেখুন: কৃষি আয়কর কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গ বনাম

কেশব চন্দ্র মণ্ডল, এআইআর ১৯৫০ এসসি ২৬৫; এবং ডি. ডি. জোশী এবং অন্যান্যরা বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা , (১৯৮৩) ২ এসসিসি ২৩৫)।

২৪. বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানি লিমিটেড বনাম বিহার রাজ্য, এআইআর ১৯৫৫ এসসি ৬৬১ মামলায় এই আদালতের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করেছে যে, যদি কোনও অসুবিধা থাকে, তাহলে আইন সংশোধন করা আইনসভার দায়িত্ব, এবং আদালতকে এই অসুবিধা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যার মূল নিয়ম বাতিল করার জন্য আহ্বান করা যাবে না। যদি কোনও আইনের ভাষা যথেষ্ট স্পষ্ট হয়, তাহলে আদালতকে এটি কার্যকর করতে হবে, তবে ফলাফলটি অন্যায্য বা অন্যায্য হতে পারে। 'ডুরা লেক্স সেড লেক্স' শব্দগুলি, যার অর্থ "আইনটি কঠোর কিন্তু এটি আইন।" পরিস্থিতি সংক্ষেপে ব্যবহার করা যেতে পারে। অতএব, কোনও আইনী বিধান কিছু লোকের জন্য অসুবিধার কারণ হলেও, আইন সংশোধন করা আদালতের কাজ নয়। একটি আইনি আইনকে তার সরল এবং আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে, কারণ এটি ব্যাখ্যার প্রথম নীতি।

২৫. মহীশূর রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ড বনাম বেঙ্গালুরু উলেন, কটন অ্যান্ড সিল্ক মিলস লিমিটেড এবং অন্যান্যরা, এআইআর ১৯৬৩ এসসি ১১২৮ মামলায়, এই আদালতের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে, কোনও আইন ব্যাখ্যা করার সময় "অসুবিধা নয়" বিবেচনা করার মতো একটি নির্ধারক বিষয় নয়। মার্টিন বার্ন লিমিটেড বনাম কলকাতা কর্পোরেশন, এআইআর ১৯৬৬ এসসি ৫২৯ মামলায়, এই আদালত একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে : –

"কোনও আইনগত বিধান থেকে উদ্ভূত ফলাফল কখনই মন্দ নয়। আদালতের এই বিধান উপেক্ষা করার ক্ষমতা নেই, যাতে তার কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট দুর্দশা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আদালতের পছন্দ হোক বা না হোক, আইনটি অবশ্যই কার্যকর হতে হবে।" (আরও দেখুন: আয়কর কমিশনার, পশ্চিম বঙ্গ আই, কলকাতা বনাম এম/এস ভেজিটেবলস প্রোডাক্টস লিমিটেড, (১৯৭৩) ১ এসসিসি ৪৪২; এবং টাটা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড বনাম রিলায়েন্স এনার্জি লিমিটেড এবং অন্যান্যরা, (২০০৯) ১৬ এসসিসি ৬৫৯)।

২৬. অতএব, এটা স্পষ্ট যে, একজন ব্যক্তির উপর সৃষ্ট কষ্ট, বিধানের প্রতিটি শব্দের কার্যকর এবং ব্যাকরণগত অর্থ প্রদান না করার কারণ হতে পারে না, যদি তাতে ব্যবহৃত ভাষাটি দ্ব্যর্থক হয়।”

১০.১ মিশ্রী লাল এবং অন্যান্যরা (উপরোক্ত) ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, যদি কোনও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তাহলে আইন ন্যায্যতার উপর প্রাধান্য পায়। আরও দেখা গেছে যে ন্যায্যতা কেবল আইনের পরিপূরক হতে পারে, তাকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না।

১০.২ রঘুনাথ রায় বড়েজার ক্ষেত্রে (উপরোক্ত), অনুচ্ছেদ ৩০ থেকে ৩৭ পর্যন্ত, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং নিম্নরূপ রায় দিয়েছেন:-

৩০. এইভাবে, মাদামঞ্চি রামাপ্পা এবং আরেকজন বনাম মুথালুরু বোজ্জাপ্পা, এআইআর ১৯৬৩ এসসি ১৬৩৩ (দেখুন অনুচ্ছেদ ১২) এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেন :

"[ডাবলু] আদালতে যা পরিচালিত হয় তা হল আইন অনুসারে ন্যায়বিচার, এবং ন্যায্যতা এবং ন্যায্যতার বিবেচনাগুলি যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, আইনের স্পষ্ট এবং স্পষ্ট বিধানের কাছে নতি স্বীকার করতে হবে"

৩১. কাউন্সিল ফর ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা বনাম ইশা মিত্তল এবং আরেকজন, ২০০০ (৭) এসসিসি ৫২১ (৪ অনুচ্ছেদ দেখুন) মামলায় আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে :

"ন্যায়বিচারের বিবেচনা জয়লাভ করতে পারে না এবং হাইকোর্টকে আইনের বিপরীতে কোনও আদেশ দেওয়ার অনুমতি দেয় না।"

৩২. একইভাবে পি.এম. লাথা এবং আরেকজন বনাম কেরালা রাজ্য এবং অন্যান্যরা মামলা ২০০৩(৩) এসসিসি ৫৪১ (অনুচ্ছেদ ১৩ দেখুন) মামলায় আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে :

"১৩. ন্যায়বিচার এবং আইন যমজ ভাই এবং আইনের প্রয়োগ এবং ব্যাখ্যা ন্যায্যভাবে করা উচিত, কিন্তু ন্যায়বিচার লিখিত বা নিষ্পত্তিকৃত আইনকে অগ্রাহ্য করতে পারে না।" (জোর দেওয়া হয়েছে)

৩৩. লক্ষ্মীনারায়ণ আর. ভট্টাদ এবং অন্যান্যরা বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং আরেকজন ২০০৩(৫) এসসিসি ৪১৩ (অনুচ্ছেদ ৭৩ দেখুন) মামলায় এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে :

"৭৩. এটা এখন সুনিশ্চিত যে যখন আইন এবং ন্যায়বিচারের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেবে, তখন প্রথমটিই প্রাধান্য পাবে।"

৩৪. একইভাবে নাসিরুদ্দিন এবং অন্যান্যরা বনাম সীতা রাম আগরওয়াল, ২০০৩(২) এসসিসি ৫৭৭ (অনুচ্ছেদ ৩৫ দেখুন) মামলায় আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে :

"৩৫. যে ক্ষেত্রে আইনগত বিধান স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন, আদালত কেবল এর ফলে উদ্ভূত কঠোর পরিণতির কারণে একই ব্যাখ্যা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করবে না।"

৩৫. একইভাবে ই. পালানিসামি বনাম আইনি প্রতিনিধির দ্বারা পালানিসামি (মৃত) এবং অন্যান্যরা, ২০০৩(১) এসসিসি ১২৩ (অনুচ্ছেদ ৫ দেখুন) আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"যেখানে আইনে স্পষ্ট বিধান রয়েছে, সেখানে ন্যায়সঙ্গত বিবেচনার কোনও স্থান নেই"।

৩৬. ইন্ডিয়া হাউস বনাম কিষাণ এন. লালওয়ানি, ২০০৩(৯) এসসিসি ৩৯৩ (অনুচ্ছেদ ৭ দেখুন) মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে যে :

"সংবিধিবদ্ধভাবে নির্ধারিত সীমার সময়কাল কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে এবং ন্যায়সঙ্গত বিবেচনার ভিত্তিতে তা শিথিল বা বিদায় করা যাবে না।" (জোর দেওয়া হয়েছে)

৩৭. বর্তমান মামলায়, যদিও ইক্যুইটি উত্তরদাতা-ব্যাংকের পক্ষে, আইনটি আপিলকারীর পক্ষে, কারণ আমাদের মতামত যে হাইকোর্টের বিতর্কিত আদেশটি স্পষ্টতই আরডিবি আইনের ধারা ৩১ লঙ্ঘন করে, এবং তদুপরি, আরডিবি আইনের ধারা ২৪ এর সহপঠিত সীমা আইনের ১৩৬ অনুচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে দাবিটি সময়সীমার বাইরে। আমরা মন্তব্য না করে পারি না যে ব্যাংক নিজেই দায়ী কারণ ২৩.৮.১৯৯০ তারিখে তার প্রথম নির্বাহী আবেদন খারিজ হওয়ার পর, তার অবিলম্বে দ্বিতীয় নির্বাহী আবেদন দায়ের করা উচিত ছিল, কিন্তু পরিবর্তে তারা ১৯৯৪ সালে দ্বিতীয় নির্বাহী আবেদন দায়ের করে যা ১৮.৮.১৯৯৪ তারিখে খারিজ করা হয়। এরপর, আবারও, ব্যাংক ৫ বছর অপেক্ষা করে এবং কেবল ১.৪.১৯৯৯ তারিখে এটি তৃতীয় নির্বাহী আবেদন দায়ের করে। আমরা বুঝতে পারছি না কেন ব্যাংক ১৯৯০ থেকে ১৯৯৪ এবং আবার ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত তাদের নির্বাহী আবেদন দাখিল করার জন্য অপেক্ষা করেছিল। অতএব, সময়মতো ডিক্রি কার্যকর না করার জন্য ব্যাংকই দায়ী।"

এই আদালতের সামনে মামলায়, ব্যাংকের করা দাবিটি সময়সীমাবদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছিল এবং এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে ইক্যুইটি ব্যাংকের পক্ষে থাকলেও আইন ঋণগ্রহীতার পক্ষে নয়, তবে, যেহেতু দাবিটি সময়সীমাবদ্ধ, কারণ নির্বাহীআবেদনটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়েছিল, তাই এই আদালত নির্বাহীআবেদনটি বাতিল করে দিয়েছে।

১০.৩ পোপট বাহিরু গোবর্ধনে এবং অন্যান্যরা (উপরোক্ত) মামলার ক্ষেত্রে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং বলেছেন যে এটি একটি স্থায়ী আইনি অবস্থান যে সীমানা আইন কোনও নির্দিষ্ট পক্ষকে কঠোরভাবে প্রভাবিত করতে পারে তবে যখন সংবিধি অনুসারে এটি সমস্ত কঠোরতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে। ন্যায়সঙ্গত ভিত্তিতে সীমানা মেয়াদ বাড়ানোর কোনও ক্ষমতা আদালতের নেই। আরও দেখা গেছে যে সংবিধিবদ্ধ বিধান কোনও নির্দিষ্ট পক্ষের জন্য অসুবিধা বা অসুবিধার কারণ হতে পারে তবে আদালতের এটিকে পূর্ণ কার্যকর করে প্রয়োগ করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই।

১১. এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী মনিন্দর সিংও মোটামুটি স্বীকার করেছেন যে আইবি কোডের ধারা ৬১(২) বিবেচনা করে, আপিল ট্রাইব্যুনালের

৩০ দিন পূর্ণ হওয়ার পর থেকে ১৫ দিনের বেশি বিলম্ব মওকুফ করার এখতিয়ার বা ক্ষমতা রয়েছে, যা আইনগত সীমার সময়কাল। তবে, মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, ভারতের সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগে বিলম্বকে ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ এবং প্রার্থনা করা হয়েছে এবং দাখিল করা হয়েছে যে জড়িত পরিমাণটি একটি বিশাল পরিমাণ এবং আপিলকারী একটি পাবলিক সংস্থা। আমরা আশঙ্কা করছি যে আইনগত বিধান বিবেচনা করে যা সরাসরি করা যায় না তা ভারতের সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের সময় পরোক্ষভাবে করার অনুমতি দেওয়া যাবে না।

১১.১ এই পর্যায়ে, এই আদালতের অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেড (উপরোক্ত) মামলার সিদ্ধান্তটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই আদালতের সামনে প্রশ্ন ছিল যে ১২০ দিনের বেশি বিলম্ব হলে বিদ্যুৎ আইনের ১২৫ ধারার অধীনে আপিল দাখিল করতে ১২০ দিনের বেশি বিলম্ব হলে তা মকুবযোগ্য কিনা। এই বিষয়ে এই আদালতের পূর্ববর্তী বিভিন্ন সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনা করার পর এবং বিদ্যুৎ আইনের ১২৫ [২] ধারায় ব্যবহৃত ভাষা, যেখানে বলা হয়েছে যে ১২০ দিনের বেশি বিলম্ব মকুবযোগ্য নয়, তা বিবেচনা করে আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং রায় দিয়েছেন যে এটি মকুবযোগ্য নয় এবং সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ অবলম্বন করেও এটি মকুব করা যাবে না। এই পর্যবেক্ষণ ও রায় দেওয়ার সময় ১৬ অনুচ্ছেদে আদালত নিম্নলিখিতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং রায় দিয়েছেন :

"১৬. উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি থেকে এটি পরিষ্কার যে সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন [এআইআর ১৯৮৮ এসসি ১৮৯৫] [উপরোক্ত] এর সংবিধান বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে অ্যান্টুলে [এআইআর ১৯৮৮ এসসি ১৫৩১] বা ইউনিয়ন কার্বাইড কর্পোরেশন এর মামলায় প্রেম চাঁদ গর্গ এবং আরেকজন বনাম শুল্ক কমিশনার, এআইআর ১৯৬৩ এসসি ৯৯৬ দ্বারা নির্ধারিত নীতির সাথে মতবিরোধ নেই। উল্লেখ্য, যখন সীমাবদ্ধতার বিষয়ে আইনসভা দ্বারা একটি সংবিধিবদ্ধ নির্দেশ থাকে এবং এটি অনুমান করা হয় যে বিলম্ব ৬০ দিনের অতিরিক্ত সময়ের জন্য মকুব করা যেতে পারে, তখন নিঃসন্দেহে এটি ইউনিয়ন কার্বাইড কর্পোরেশন এর মামলায় যেমনটি ধারণ করা হয়েছে, তেমনি জননীতির নির্দিষ্ট মৌলিক, সাধারণ বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে। ছত্তিশগড় রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ড [এআইআর ২০১০ এসসি ২০৬১] (উপরোক্ত) এর রায় স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে আইনটির পিছনের নীতি, যা একটি বিশেষ বিচারিক ফোরাম গঠনের উপর জোর দেয়, তা কোনো ব্যক্তি যিনি বিচারিক কর্মকর্তা বা উপযুক্ত কমিশনের আদেশের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন, তাদের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। এই আইনটি সীমা আইনের ধারা ২৯ (২) এর

অর্থের মধ্যে একটি বিশেষ আইন এবং তাই, সীমা সম্পর্কিত ব্যবস্থাপত্র বাধ্যতামূলক প্রভাব হতে হবে এবং এর বাধ্যতামূলক প্রকৃতির ক্ষেত্রেও একইভাবে অনুসরণ করতে হবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, বর্তমান প্রকৃতির ক্ষেত্রে সীমার ব্যবস্থাপত্র, যখন আইন অনুসারে এই আদালত ৬০ দিনের বেশি বিলম্ব মওকুফ করতে পারে না, তখন এটি আইনের বিধান এবং নীতির পরিধির মধ্যে আসবে। এটি সীমা আইনের ধারা ৩ এর সমতুল্য। অতএব, এটি অমার্জনীয় এবং সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের আশ্রয় নিয়ে এটিকে মওকুফ করা যাবে না।"

১১.২ টেরি ওট এস্টেটস (পি) লিমিটেড বনাম ইউ.টি. চণ্ডীগড়ের ক্ষেত্রে, (২০০৪) ২ এসসিসি ১৩০-তে প্রতিবেদন করা হয়েছে, অনুচ্ছেদ ৩৬ এবং ৩৭-এ, এটি নিম্নরূপ দেখা যাচ্ছে :

"৩৬. আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই যে সহানুভূতি বা অনুভূতি কেবল এমন কোনও আদেশ দেওয়ার কারণ হতে পারে না যেখানে আপিলকারীরা কোনও আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হন। আরও স্পষ্ট যে, ভারতের সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে থাকা একটি অসাধারণ সাংবিধানিক এখতিয়ার থাকা সত্ত্বেও, এই আদালত সাধারণত এমন কোনও আদেশ দেবে না যা কোনও আইনগত বিধানের লঙ্ঘন হবে।

৩৭. ১৯১১ সালের প্রথম দিকে, ফারওয়েল, এল.জে. ল্যাথাম বনাম রিচার্ড জনসন অ্যান্ড নেফিউ লিমিটেড (১৯১১-১২) মামলায় অল ইআর রেপ ১১৭ পর্যবেক্ষণ করেছেন: (অল ইআর পি ১২৩ই)

"শিশু বাদীর প্রতি আমাদের সহানুভূতি যেন আমাদের রায়কে প্রভাবিত না করে সেদিকে আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। আইনি নীতিমালার সন্ধানে আবেগকে একজন বুদ্ধিমানের জন্য একটি বিপজ্জনক ইচ্ছাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করা উচিত"

সুতরাং, আপিল দাখিলের ক্ষেত্রে ১৫ দিনের বেশি বিলম্ব ক্ষমার অযোগ্য বলে যে আইনগত বিধান রয়েছে তা বিবেচনা করে, সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও এটি ক্ষমা করা যাবে না।

১২. পূর্বে উল্লিখিত আইনের নিষ্পত্তিকৃত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিচারক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের প্রত্যয়িত অনুলিপিও ৩০ দিনের বেশি সময় ধরে প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং উপরে যেমন দেখা গেছে যে আপিল দায়ের করতে ৪৪ দিন বিলম্ব হয়েছিল যা সর্বোচ্চ ১৫ দিনের বেশি সময় ধরে ক্ষমা করা যেত এবং আইবি কোডের

ধারা ৬১(২) এ থাকা নির্দিষ্ট আইনগত বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, এটা বলা যাবে না যে এনসিএলএটি ১৫ দিনের বেশি বিলম্ব ক্ষমা করার কোনও এখতিয়ার এবং/অথবা ক্ষমতা রাখে না বলে সীমাবদ্ধতার কারণে আপিল খারিজ করার ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি করেছে।

১৩. উপরোক্ত বিষয়গুলি এবং উপরে উল্লিখিত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালতের কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। বর্তমান আপিলটি ব্যর্থ হয়েছে এবং খারিজ হওয়ার যোগ্য এবং সেই অনুযায়ী খারিজ করা হয়েছে। তবে, মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ দেওয়া হবে না।

অঙ্কিত জ্ঞান

আপিল খারিজ করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal